প্রণামে সামিল হতে চাইছে নিঃসঙ্গ মহানগর

অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়

হয়তো শহরেই থাকেন ছেলে বা মেয়ে। হয়তো বা সাত-সাগরপারে। সন্তান এখন বড়ই ব্যস্ত। মা-বাবা শেষ বয়সে আর ঠাঁই পায়নি সেই সংসারে। শহরেই চার দেওয়ালের অ্যাপার্টমেন্টে বুড়ো-বুড়ি 'একলা' সংসারে দিন-রাতের ছোট বড় প্রয়োজনগুলোতে পাশে থাকার মতো এখন আর নেই।

রাতবিরেতে বয়স্ক শরীরটা বে-গতিক হলে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও সামর্থ্য নেই। রান্নার গ্যাস হঠাৎ শেষ হয়ে গেলেও 'বুক' করে দেওয়ার ছেলেটাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই খাওয়া দাওয়া শিকেয়।

নম্বর-মেনুর জঙ্গল পেরিয়ে ডকেট করতে না পারায় বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। বয়স্ক হাঁটু আর এক্সচেঞ্জে গিয়ে 'নীরব' ফোন সচল করতে দেয় না।

'বয়স্ক' মহানগরের খুব চেনা এই ছবিটাকে ভরসা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশের প্রণাম। আপদ-বিপদে পাশে থেকে ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে তার ছায়া।

আজও ছেলে বা বা মেয়ের 'পছন্দের' রান্না রাঁধতে ভালোবাসেন একাকী মা। কার হাতে মা তুলে দেন সেই রান্না?

আপাত 'অবিশ্বাস্য' উত্তরটা শুনে বিস্মিত হতে পারেন। তবু মহানগরের অনেক নিঃসঙ্গ, একাকী মা-বাবাই 'অতিথি' হিসেবে বাড়িতে-ফ্ল্যাটে ডাকতে চান তাঁর স্থানীয় থানার 'প্রিয়' পুলিশকর্মীটিকে। কারণ ওই পুলিশকর্মীই তো সন্তান-সন্ততির 'দায়িত্ব' পালন করেন নিয়মিত। বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর করেন। শহরের প্রবীণ প্রবীণাদের জন্য ২৪x৭ পরিষেবা 'প্রণাম'-এর সদস্য-সদস্যার অনেকেরই আজ নিত্যসঙ্গী ওই সম কর্মী। ২০০৯ সালের মে মাসে, তৎকালীন পুলিশকমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তীর আমলে শুরু-হওয়া ওই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত পুলিশকর্মীরা একা 'বন্ধু'দের এমন একের পর এক নিমন্ত্রণের সাক্ষী হয়ে চলেন। কর্তব্যপালনে 'অনড়' থাকতে হয় বলে হয়তো সেই নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারেন না। তবু শহরের ৪৯৩৭ জন 'একা' ও (অ্যালোন) ও 'না-একা' (নট-অ্যালোন) প্রবীণ-প্রবীণার যে কোনও অসহায় মুহূর্তে সাহায্যর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় 'প্রণাম'-এর পুলিশকর্মীদেরই। উত্তরোত্তর বাড়তে-থাকা সেই চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী দিনে কী ভাবে উন্নততর পরিষেবা দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে ইতিমধ্যে ভাবনাচিন্তাও শুরু করে দিয়েছেন লালবাজারের কর্তারা।

শুধু চিকিৎসা পরিষেবা ('প্রণাম'-এর নিজস্ব অ্যাম্বুল্যান্স, ট্রানজিট ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুল্যান্স আছে, অন্য ৪টি সংগঠন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেয় 'প্রণাম'কে) থেকে শুরু করে সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবাই নয়, দিনের যে কোনও সময় বয়স্কদের যে কোনও দরকারে তড়িঘড়ি সাড়া দেওয়ার ব্রতই এগিয়ে নিয়ে চলেছে 'প্রণাম'কে।

সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপলব্ধি, 'আজকাল তো এই ধরনের পরিষেবার খুবই প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত যেখানে একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে, সেখানে 'প্রণাম'-এর মতো পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও যে তাঁদের নিরাপত্তা বাড়ে, তা সন্দেহাতীত।'

বালিগঞ্জ থানা সংলগ্ন 'সিনিয়র সিটিজেনস ইমার্জেন্সি কো-অর্ডিনেশন কন্ট্রোল রুম' থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট থানার লিয়াজঁ অফিসার, ধীরে-ধীরে নথিভুক্ত প্রবীণ প্রবীণাদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পুলিশকর্মীদের অনেকেরই।

সেই আত্মীয়তার 'ক্রমবর্ধমান' সম্পর্ককে কী ভাবে আরও নিবিড় করা যায়? অতিরিক্ত কমিশনার (৩) দেবাশিস রায়ের কথায়, 'পুলিশের সংখ্যা সীমিত হলেও প্রবীণ-প্রবীণাদের সংখ্যা ও সমস্যা দুই-ই বাড়ছে। 'প্রণাম'-এ যত সংখ্যক সদস্য রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রতি ৫০ জনে একজনকে 'সাম্মানিক' দেওয়ার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা চলছে। সমাজকল্যান দপ্তরও আমাদের এই ভাবনায় সাড়া দিয়েছে।'

প্রণাম (কলকাতা পুলিশ ও দ্য বেঙ্গল-এর যৌথ উদ্যোগ)

প্রণাম-এর মূল কার্যালয়

সিনিয়র সিটিজেনস ইমার্জেন্সি কো-অর্ডিনেশন কন্ট্রোল রুম (বালিগঞ্জ পুলিশ স্টেশন-৩৮/১, বেলতলা রোড, কলকাতা : ৭০০০২০) ০৩৩-২৪১৯-০৭৪০(২৪x৭)

ই-মেল : mail@pronam.in

চিকিৎসা পরিষেবা : ৪৭৫ (২০০৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৩, জুন পর্যন্ত)

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা মিলেছে (৯৪ রকম)	৬১২
প্রতিবেশীর দ্বারা উৎপীড়ন :	৪৮
স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্বারা উৎপীড়ন :	২১
ছেলের দ্বারা উৎপীড়ন :	৩৬
পুত্রবধূর দ্বারা উৎপীড়ন :	৩৯
ভাড়াটের দ্বারা উৎপীড়ন :	২৮
বাড়িওয়ালার দ্বারা উৎপীড়ন :	৩৩
অজ্ঞাতপরিচয়ের ফোনকল :	১৩
নির্মানকার্য চলাকালীন তীব্র আওয়াজ :	২০
মাইক্রোফোন বাজার শব্দ :	২২
বাড়ির সামনে বেআইনি পার্কিং :	২৩
অন্যান্য :	৭৭

৪৭টি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে গাঁটছড়া (সর্বত্রই নির্দিষ্ট অঙ্কের ছাড়)

দিনে গড়ে ৭-৮টি 'কল' পায় কন্ট্রোল রুম ('কল' পায় থানাও), রবিবার ৮টি 'কল' এসেছে কন্ট্রোল রুম-এ

রোজ ২০-৫০ জন সদস্য/সদস্যাকে 'কল' করা হয় কন্ট্রোল রুম থেকে। সেই 'কল'-এ থাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও

সদস্য/সদস্যা হতে গেলে

কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইট-এ

http://www.kolkatapolice.gov.in/pronam.asp-এ 'অ্যাপ্লিকেশন ফর রেজিস্ট্রেশন' পূরণ অথবা সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে সেই ফর্ম পূরণ করা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - এইসময়
৯ই জুলাই ২০১৩